The Daily Observer

DU Correspondent

Dhaka University (DU) has introduced ambitious plans to resolve the urgent housing crisis for its female students by proposing schemes worth over BDT 3,085 crore. On Monday (6 January), a press release issued by Mohammad Rafiqul Islam, Acting Director of Public Relations, stated that the administration submitted a proposal of BDT 2,841.86 crore to the government for four extended-hall builds, which would provide space for around 3,000 students in total.

At the same time, the Ministry is evaluating the BDT 244 crore Bangladesh-China Friendship Hall project, sponsored by Chinese financial assistance, which was recently reaffirmed by the Chinese ambassador Yao Wen during a university event.

The proposed housing development schemes at DU involve significant upgrades to its existing housing infrastructure. The projects include establishing a new 15-storey Shahnewaz Hall to replace the present hall, expanding Shamsunnahar Hall with two buildings of 10 and 6 storeys, and constructing a new hostel for the Institute of Leather Engineering and Technology with two buildings of 11 and 8 storeys on the site of the existing staff quarters. Additionally, the scheme includes extending Kuwait Maitree Hall with a 10-storey building to allow further intake of students.

Despite these promising plans, there are doubts about the university's ability to deliver such massive projects given its history of delays and budget constraints. Financial problems have resulted in 500 bunk beds being laid in different dormitories, and for the first time, first-year students are matched according to their allocations at the undergraduate level.

New allotments were made to meet the accommodation needs of female students in various halls. Accordingly, 570 seats of Rokeya Hall were allocated for the academic year 2023-2024 in two phases. So far, Shamsunnahar Hall has been allocated 59 seats, with preparations underway to allocate another 100 seats. Bangladesh-Kuwait Maitree Hall furnished 194 seats but may add 58 more as senior students graduate. From the seats of Sufia Kamal Hall, 391 have already been allocated, while further provisions are in the pipeline. At present, 135 seats of Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall have been allocated with additional arrangements expected.

However, these measures fall short of addressing the needs of thousands of students who remain ineligible or waitlisted for on-campus housing. While students appreciate the administration's initiatives, they raise concerns about sustainability and inclusiveness. Students pointed out that hall conditions are still not up to standard across many halls, with complaints about overcrowding and inadequate facilities.

Moreover, the proposed infrastructure upgrades do not address deeper structural issues such as inequitable seat allocation processes and the lack of robust student support mechanisms. In an effort to ease the housing crunch, the administration recently indicated plans for proactive engagement with key stakeholders and the use of housing scholarships through the HEAT project of the World Bank, which aims to benefit newly recruited undergraduate students in the next academic year.

On Monday (6 January), first-year female students of Dhaka University, lacking proper accommodation facilities, staged a sit-in and token hunger strike in front of the vice-chancellor's residence. The protest commenced at 10 in the morning, with students demanding a 100% residential solution for female students along with six other demands.

The protesters outlined their agenda at a press conference at the Dhaka University Journalists' Association (DUJA) office. A written statement was read out by Israt Jahan Imu, a resident of Shamsunnahar Hall. She stated that the students submitted a memorandum to the Vice Chancellor on 29th December, but there were no responses from the administration. Discussions with the University Treasurer revealed plans to construct new halls within the next three years, but no interim solutions were provided for the current accommodation crisis.

The protesting students expressed concern about the safety of female students occupying poor-quality off-campus accommodations and experiencing harassment. Imu stated, "Continuation of academic activities under these circumstances essentially counts as farce."

The students vowed to continue protesting until temporary housing solutions and permanent dormitory structures are developed for women. Their seven key demands include immediate measures to ensure 100% residential housing for first-year female students, elimination of overcrowded and unhygienic "gono room" practices, temporary accommodations in university-owned properties or rented facilities near the campus until new dormitories are operational, construction of new female dormitories exclusively within the main campus, access for non-residential female students to hall facilities, gradual elimination of shared accommodations, and relocation of Maitree and Bangamata Halls to the main campus in phases.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

ভোরের কাগজ

ঢাবি প্রশাসন

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে নানা পদক্ষেপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'চারটি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্প অনুমোদিত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া, চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পটি' বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বিজ্ঞপ্তি

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাবিত ৪টি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রকল্পে শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙে ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ১০ তলা ও ৬ তলা বিশিষ্ট শামসুন নাহার হলের দুটি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙে ১১ তলা ও ৮ তলা বিশিষ্ট দুটি ভবনের সমন্বয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ এবং ১০ তলা বিশিষ্ট কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫শ বাঙ্ক বেড স্থাপন করে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ পদ্ধতি ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে- যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। আবাসিক সংকটের মতো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত একটি জটিল সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। ইউজিসি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বন্ধু রাষ্ট্র, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সব অংশীজনকে নিয়ে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবাসন সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশা করছে।

এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের এইচইএটি (হায়ার এডুকেশন একসেলেরেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন) প্রজেক্টের আওতায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসন বৃত্তি চালুর বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে, তারা এই বৃত্তির আওতায় আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি প্রশাসনের আবাসন সংকট নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ

আলোকিত ডেস্ক

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে নতুন একটি ছাত্রী হল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া পুরাতন চারটি হলের জন্য বর্ধিত নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে দুই হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'চারটি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্প অনুমোদিত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এতে আরো বলা হয়েছে, এছাড়া চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পটি' বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুই হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাবিত চারটি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রকল্পে শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙে ১৫-তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ১০-তলা ও ৬-তলা বিশিষ্ট শামসুন নাহার হলের দুটি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙে ১১-তলা ও ৮-তলা বিশিষ্ট দুটি ভবনের সমন্বয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ এবং ১০-তলা বিশিষ্ট কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫০০ বাঙ্ক বেড স্থাপন করে এরই মধ্যে বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ পদ্ধতি ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। আবাসিক সংকটের মতো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত একটি জটিল সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। ইউজিসি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বন্ধু রাষ্ট্র, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সব অংশীজনকে নিয়ে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবাসন সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশা করছে। এছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের এইচইএটি প্রজেক্টের (হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশন প্রোজেক্ট) আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন বৃত্তি চালুর বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে, তারা এই বৃত্তির আওতায় আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দৈনিক আমাদের বার্তা

সংকট নিরসনে যতো পদক্ষেপ

■ আমাদের বার্তা ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ২ হাজার ৮শ' ৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'চারটি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্প অনুমোদিত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া, চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পটি' বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গেতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।

তিনি জানান, প্রস্তাবিত ৪টি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্পে শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙ্গে ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ১০ তলা ও ৬ তলা বিশিষ্ট শামসুন নাহার হলের দু'টি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙ্গে ১১ তলা ও ৮ তলা বিশিষ্ট দু'টি ভবনের সমন্বয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ এবং ১০ তলা বিশিষ্ট কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের

>> ২-এর পাতায় দেখুন

রফিকুল ইসলাম আরো জানান, কবি সুফিয়া কামাল হলে ২০২৩-২০২৪ সেশনে সকল শিক্ষাবর্ষের মোট ৯৫২ জন ছাত্রী সিট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। ২০২৪ এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯১ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৫ জনকে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ সেশন এর সিট খালি হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সিট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জন ছাত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন ১৯৫ জন।

এর মধ্যে ১৩৫ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি মাসে বরাদ্দ দেয়া হবে আরও ২০ জনকে। ২০২৪ এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিটের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জনের মধ্যে ১৬৪ জন ছাত্রীকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের মাস্টার্স শেষ হলে আরো সিট খালি হবে এবং সেগুলো বরাদ্দ দেয়া হবে।

P.T.O

প্রথম পাতার পর

প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫শ' বাঙ্ক বেড স্থাপন করে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ পদ্ধতি ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। আবাসিক সংকটের মতো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত একটি জটিল সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। ইউজিসি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বন্ধু রাষ্ট্র, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সকল অংশীজনকে নিয়ে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবাসন সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশা করছে।

রফিকুল ইসলাম জানান, এছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের HEAT প্রজেক্টের (Higher Education Acceleration and Transformation Project) আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন বৃত্তি চালুর বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে, তারা এই বৃত্তির আওতায় আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গৃহীত সাম্প্রতিক বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রোকেয়া হলে আবাসিক হওয়ার জন্য ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ৯শ জন ছাত্রী আবেদন করেন। এর মধ্যে সর্বমোট ৫৭০জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়।

তিনি জানান, শামসুন নাহার হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সংযুক্ত ৬১২ জন ছাত্রীর মধ্যে সর্বমোট ৫৯ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ২য় কল দেয়া হয়েছে, যেখানে অপেক্ষমান আরো ১০০ জন ছাত্রীকে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৩১ জনকে ১ সপ্তাহের মধ্যে সিট দেয়া হবে। এছাড়া, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০২২-২০২৩ সেশনসহ অন্যান্য সেশনের সর্বমোট ১৪২ জনকে সিট দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলে সিটের জন্য আবেদনকারী ২৯৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ১৯৪ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সিট প্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎকারে অনুপস্থিত ছিল ৪১ জন। ২০১৮-২০১৯ সেশনের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আরও ৫৮ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

07 January 2025

The New Nation

Urgent steps being taken to address accommodation crisis for female students at DU

Staff Reporter

A proposal to build four extended female student halls at an estimated cost of Tk 2,841.86 crore has been sent to the government for approval, as part of urgent steps to address the accommodation crisis for female students at Dhaka University. This information was confirmed by the university's public relations office on Monday evening.

The announcement states that if the project is approved, arrangements will be made for the accommodation of nearly 3,000 female students. Additionally, the proposed Bangladesh-China Friendship Hall Construction Project, costing 244 crore taka with financial assistance from the Chinese government, is currently awaiting approval from the ministry. On Monday, the Chinese Ambassador to Bangladesh, Yao Wen, reaffirmed China's commitment to supporting the construction of female student hostels during an event at the university.

Dhaka Tribune

Urgent measures being taken to resolve accommodation crisis of female DU students

Tribune Desk

A proposal to build four extended female student halls at an estimated cost of Tk2,841.86 crore has been sent to the government for approval, as part of urgent steps to address the accommodation crisis for female students at Dhaka University, reported UNB.

The announcement said that if the project is approved, arrangements will be made for the accommodation of nearly 3,000 female students.

Additionally, the proposed Bangladesh-China Friendship Hall Construction Project, costing Tk244 crore with financial assistance from the Chinese government, is currently awaiting approval from the ministry.

the Chinese Ambassador to Bangladesh, Yao Wen, reaffirmed China's commitment to supporting the construction of female student hostels during an event at the university yesterday.

The announcement further said that under Dhaka University's broader development project, the proposed construction of four extended female student hostels with an estimated cost of Tk2,841.86 crore is in progress.

The project includes the demolition of Shahnewaz Hostel to build a 15-story female student hostel, the construction of two expansion buildings (10-story and 6-story) for Shamsun Nahar Hall, the demolition of staff quarters B and D at the Leather Engineering and Technology Institute to build a combined 11-story and 8-story female student hostel, and the expansion of Kuwait-maitree Hall into a 10-story building.

The Dhaka University administration is taking multifaceted steps with utmost sincerity and working tirelessly to resolve the accommodation crisis for female students, as mentioned in the announcement.

Despite the university's budget deficit, about 500 bunk beds have already been installed in various hostels on a priority basis through special allocations, providing accommodation for several female students.

For the first time in the university's history, accommodation has been arranged for female students in the first year undergraduate program following a transparent process and system, which is considered an extraordinary achievement compared to previous times.

Furthermore, it is mentioned that solving such a complex, long-standing issue as an accommodation crisis overnight is not possible. •

The Daily Campus

ছাত্রীদের আবাসনে ঢাবিতে নতুন তিনটি হল, ৩টি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা

৩ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা

০৭ জানুয়ারি ২০২৫, ১০:৪৪

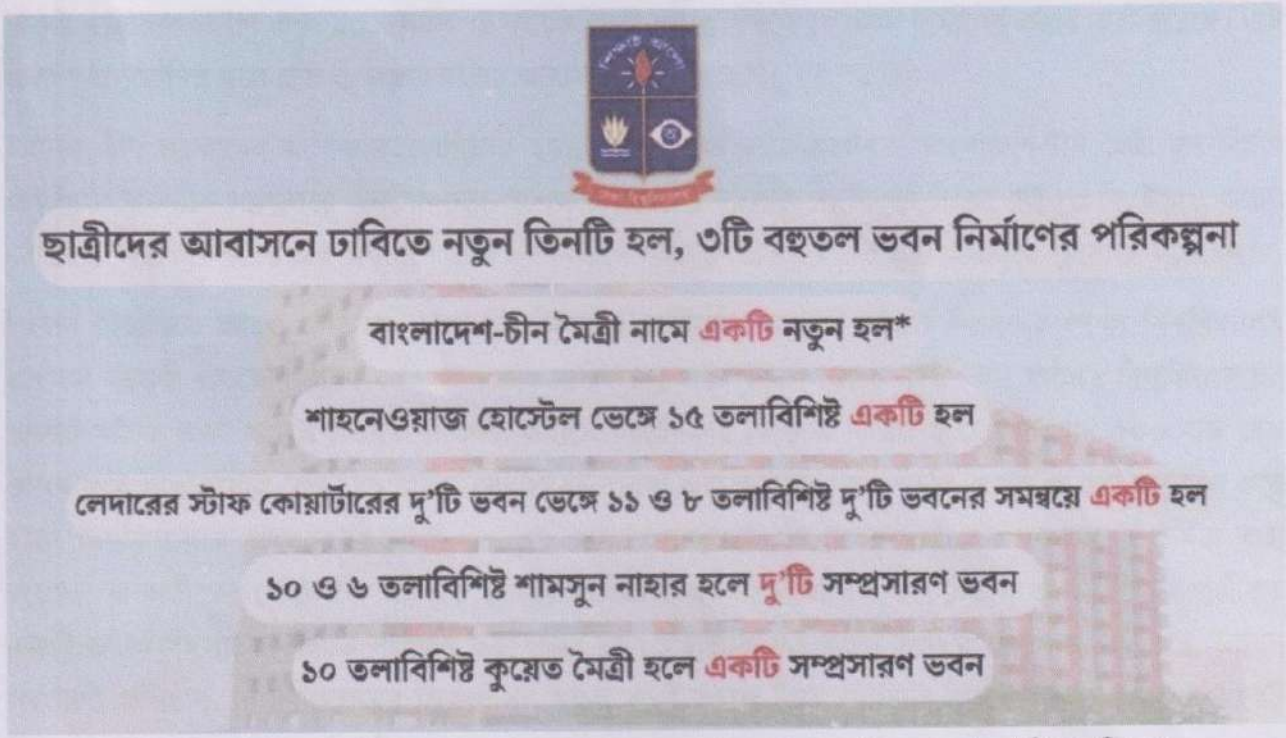

বর্তমানে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল'

দায়িত্ব নেওয়ার ৪ মাসের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের নেতৃত্বে বর্তমান প্রশাসন যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে দেশসেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রীদের আর কোনো আবাসন সংকট থাকবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে, এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নারীবান্ধব করে তুলতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন ছাত্রীরা।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য পাঁচটি হল এবং দুটি হোস্টেল রয়েছে। হলের আকৃতি বিবেচনায় রোকেয়া হল ছাড়া অন্য হল/হোস্টেলগুলো ছেলেদের তুলনায় অনেক ছোট। এছাড়া এসব হলগুলোতে রয়েছে নানা সমস্যা। অন্যদিকে, ঢাবিতে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় প্রায় সমান। ফলে অনেক ছাত্রী আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ নিয়ে একাধিকবার আন্দোলনেও নেমেছেন তারা। সর্বশেষ সোমবার (৬ জানুয়ারি) শতভাগ আবাসনের দাবিতে ভিসি বাসভবনের সামনে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীরা।

P.T.O

এই কর্মসূচির মধ্যে ছাত্রীদের নতুন দু'টি হল এবং তিনটি বহুতল ভবন নির্মাণে ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ওই প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা বলেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাবিত ৪টি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রকল্পে শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙ্গে ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ১০ তলা ও ৬ তলাবিশিষ্ট শামসুন নাহার হলের দু'টি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙ্গে ১১ তলা ও ৮ তলাবিশিষ্ট দু'টি ভবনের সমন্বয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ এবং ১০ তলাবিশিষ্ট কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুমোদিত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

এছাড়া, চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পটি' বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫০০ বাঙ্ক বেড স্থাপন করে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ পদ্ধতি ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। আবাসিক সংকটের মতো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত একটি জটিল সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। ইউজিসি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বন্ধু রাষ্ট্র, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সকল অংশীজনকে নিয়ে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবাসন সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশা করছে।

এছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের হিট প্রজেক্টের (হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন) আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন বৃত্তি চালুর বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে, তারা এই বৃত্তির আওতায় আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আবাসন সংকট নিরসনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা সম্প্রতি দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, সময়ের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক বিষয়। ছাত্রীদের আবাসন সংকট দূর করার বিষয়টিকে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছি এবং যত দ্রুত সম্ভব আমরা এর সমাধান করার চেষ্টা করছি। নতুন হল তৈরির বিষয়েও আমরা বহু জায়গায় কথা বলেছি এবং কিছু জায়গা থেকে ইতিবাচক সাড়াও পাচ্ছি।

তিনি বলেন, আশা করি খুব দ্রুতই আমরা হল নির্মাণ করতে পারবো। বর্তমানে অস্থায়ী সমাধান হিসেবে আমরা হলগুলোতে বাঙ্ক বেড স্থাপন করছি ফলে অন্তত কিছু শিক্ষার্থীকে যেন থাকার জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়।

P.T.O

জান্নাতুন নাঈম নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বলেন, ক্যাম্পাসের বাইরের পরিবেশ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য অনিরাপদ। বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য হলে আবাসনের ব্যবস্থা না থাকলে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হয়। এজন্য নতুন হল নির্মানের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নারীবান্ধব করে তুলতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি দাবি জানাচ্ছি।

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেয়া আরও যত পদক্ষেপ

রোকেয়া হলে আবাসিক হওয়ার জন্য ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ৯০০ ছাত্রী আবেদন করেছেন। এর মধ্যে সর্বমোট ৫৭০ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ১ম কলে ৩৫০ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ২য় কলে ২২০ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়।

শামসুন নাহার হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সংযুক্ত ৬১২জন ছাত্রীর মধ্যে ১ম কলে ২৩ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় (প্রয়োজনের ভিত্তিতে) ৩৬ জনসহ সর্বমোট ৫৯ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ২য় কল দেয়া হয়েছে, যেখানে অপেক্ষমাণ আরও ১০০ জন ছাত্রীকে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৩১ জনকে ১ সপ্তাহের মধ্যে সিট দেয়া হবে। এছাড়া, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০২২-২০২৩ সেশনসহ অন্যান্য সেশনের সর্বমোট ১৪২ জনকে সিট প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কুয়েত-মৈত্রী হলে সিটের জন্য আবেদনকারী ২৯৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ১৯৪ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সিট প্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎকারে অনুপস্থিত ছিলেন ৪১ জন। ২০১৮-২০১৯ সেশনের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আরও ৫৮ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে।

কবি সুফিয়া কামাল হলে ২০২৩-২০২৪ সেশনে সকল শিক্ষাবর্ষের মোট ৯৫২ জন ছাত্রী সিট বরাদ্দের জন্য আবেদন করে। গত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯১ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৫ জনকে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ সেশন এর সিট খালি হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সিট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জন ছাত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন ১৯৫ জন। এর মধ্যে ১৩৫ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি মাসে বরাদ্দ দেয়া হবে আরও ২০ জনকে। গত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিটের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জনের মধ্যে ১৬৪ জন ছাত্রীকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের মাস্টার্স শেষ হলে আরও সিট খালি হবে এবং সেগুলো বরাদ্দ দেয়া হবে।

সম্পাদক: মাহবুব রনি

১২৮/১, পূর্ব তেজতুরি বাজার, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮০১৭১২৪৬৮৮৯৭, +৮৮০১৭৬০৩৮৮৮১৯, ইমেইল: news@thedailycampus.com

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

07 January 2025

The Daily Star

Unease at DU campus as some incidents reek of vigilantism

MASHFIQ MIZAN *and* SIRAJUL ISLAM RUBEL

After the Awami League's fall and the ban on Chhatra League, improvement in the overall atmosphere is quite visible at Dhaka University. The notorious "Gonoroom" and incidents of torture are mostly a thing of the past. However, some recent incidents, where students enforced vigilante-style moral policing have brought forth issues like student freedom and safety.

Operating outside the purview of university authorities, they enforce their own brand of morality and order to operate with impunity. Unlike BCL, these groups lack a visible structure, making them harder to identify and hold accountable.

A number of incidents involving these groups have recently been reported at the university.

In one of these incidents, Shimul Kumar Paul, a fine arts student and former president of Chhatra Union's DU unit, and his two companions were assaulted by a group of DU students claimed to be "controlling the crowd and managing traffic" while entering the campus on a rickshaw through the Nilkhet intersection on New Year's Eve.

Shimul informed them that they too were DU students. The group still dragged Shimul and the others off the rickshaw and began assaulting them, Shimul alleged. The attackers checked their bags and found a can of locally made beer.

Only the proctorial team, Ansars, BNCC, and Rover Scouts are authorised to conduct searches and manage traffic.

Saifuddin Ahmed
DU Proctor

The entire incident occurred in front of police officers, who remained silent spectators.

A video of the incident shows a student in a red T-shirt and black shawl grabbing one of Shimul's companions by the neck and shoving him towards the police. The student then grabbed the victim by the hair and neck. At one point, he slapped Shimul's companion in front of the police.

At least one of the attackers was identified, as MH Mobin, a student of Islamic history and culture and a resident of Sir AF Rahman Hall.

SEE PAGE 2 COL 1

P.T.O

Unease at DU campus as some incidents

ROM PAGE 16

My hand is hurting after beating his scoundrel... How is the body of maal khor [alcohol consumer] so rong?" he boasted in a comment on Facebook group of the university.

On the same post, Mohammad hakir Hossain, a student of political cience and resident of Masterda urja Sen Hall, commented, "Mr Vice resident [indicating Shimul] was damant about entering the campus n the rickshaw. So we got suspicious. 'e called in police, dragged them out f the rickshaw, checked their bags, nd found the white bottles."

Contacted, Mobin said, "They isbehaved with us first, they were eady drunk and were creating scene. I was not there alone. The her students and I gave them a little eating. It was not much."

However, he could not answer who uthorised them to conduct such arches and assaults.

Shimul said some members of the oup were from Bangladesh National adet Corps (BNCC) and Rover Scouts ho misbehaved with Shimul and the o others, but did not assault them hile the attackers were not wearing niforms.

Shimul and his companions said ey recognised some of the attackers members of a DU group called ampus Patrol".

Shimul said the gang handed em over to Nilkhet Police Station, om where they were transferred to ahbagh Police Station.

He said Assistant Proctor Md fiqul Islam later arrived and told e police officers to give them emplary punishment so that no e dares to do such unethical acts university premises again".

They were released after faculty mbers intervened the next rning.

Contacted, Assistant Proctor fiqul said, "After hearing both es, I told the police to give them himul and companions] the nishment they deserve as per the . Then I left."

About the growing trend of moral licing on the campus, Rafiqul said, his word [moral police] sounds nice. t no one should do whatever they nt; there are rules and regulations."

When asked if students have the thority to search or assault others, said, "Of course, I do not support dents taking the law into their n hands. I have not seen the video I are talking about. If there are dible proofs, we will surely take necessary actions."

Contacted three days after the incident, DU Proctor Saifuddin Ahmed said, "That night, on-duty police and BNCC members stopped rickshaw passengers at Nilkhet for identification. The passengers on that rickshaw behaved abnormally, so the police took them to the station."

Regarding assault allegations, he said, "I have heard about it but was unwell and couldn't look into it. If true, those involved will be held accountable."

The following day, DU authorities formed a three-member investigation committee led by Assistant Proctor Mahbub as the incident drew flak from students and teachers, particularly the University Teachers' Network.

'SO LATE!'

On Saturday night, a female DU student and her male friend were allegedly assaulted while walking in front of the Arts Building by two students from Bangabandhu Hall and others. One of them studies geography.

The group accused the female student and his friend of engaging in "indecent behaviour" on the campus. "I was on the phone, and my friend had briefly placed his hand on my back for a few seconds before they approached us," said the female student.

The group asked why she was outside late at night. "When I told them that it was my personal matter, they began hurling abusive words," she said.

"At one stage, they got very close to me. Thankfully, other DU students nearby intervened, forcing them to back off."

The Daily Star verified the incident with three eyewitnesses.

This newspaper received another video showing a group of students assaulting the pillion rider of a motorcycle as the vehicle was making excessive noise. They forced the rider to apologise and muffle the motorcycle.

The video, posted by Ali Asraf Emon, a student of DU's international business department, in a university group, read: "A chapri [South Asian slang] was caught in front of AF Rahman Hall. Students made him silence his bike. This is the reality, ha ha ha...."

Earlier, Mishu Ali Suhash, a student of a private university, said he was harassed while attempting to enter DU through Nilkhet on his motorbike on December 24.

'CAMPUS PATROL' CONTROVERSY

In November, Dhaka University student and journalist Nourin Sultana Toma alleged harassment by the Campus Patrol and others.

She said some students locked Suhrawardy Udyan's gate next to TSC, trapping hundreds inside. People scrambled to get out by scaling the railings, risking a stampede. Toma intervened and questioned the group's authority for such an action.

The students, led by Khaled Hasan and Hamza Mahbub, both assistant co-ordinators of the Students Against Discrimination, then falsely accused her of planning to "attack the proctor". They demanded ID, grabbed her phone, and tried to snatch it as she recorded the incident, Toma alleged.

"I lodged a complaint with the proctor's office, but no action has been taken yet," she said.

On October 28, DU student Raihan Ferdous posted a photo on Facebook with the caption, "Campus Patrol-DU, start of a dream." The image featured DU Proctor Saifuddin Ahmed, members of his team, student leaders, and others, seemingly at the launch of the Campus Patrol initiative.

An analysis of multiple Facebook posts from the same period reveals Campus Patrol members stationed at various DU entrances, enforcing no-vehicle entry rules, and performing tasks under the pretext of ensuring campus safety. However, the group reportedly disbanded after several allegations of harassment.

Despite claims that Campus Patrol had dissolved, this newspaper found that the group was operating under a Facebook page with the name Student Council for Ideal Campus (SCFIC).

Contacted, Raihan admitted renaming the "Campus Patrol DU" page to "SCFIC" rather than creating a new one but claimed the two groups serve different purposes.

"Campus Patrol was meant to be a joint effort with DU authorities. We expected training, certificates, and honorariums for assisting the proctorial team with crowd management and safety. None of that happened, so we disbanded," he said.

"SCFIC, though it includes former Campus Patrol members, is a different organisation. We'll identify campus issues and present proposals to the DU authorities but won't enforce anything ourselves."

Raihan denied any connection between Campus Patrol and the December 31 incident.

"If any student is involved with unethical behaviour, it is the responsibility of the administration not common students, to address it," Raihan added.

Mentionable, this newspaper found no evidence linking Mobin to Campus Patrol.

In September, Tofazzal Hossain, a man with psychological issues, was apprehended by students of Fazlul Huq Muslim Hall on suspicion of theft. He was beaten, fed, and then beaten again before he succumbed to his injuries.

The same month, photojournalist Jibon Ahmed encountered a gang of DU students at the Suhrawardy Uddyan gate near TSC. The students locked the gate, declaring, "This is not a place for adda."

When Jibon questioned their authority, he was surrounded and verbally abused. "Had I not been a recognised journalist, I am sure they would have lynched me," Jibon said.

In August, during negotiations with the proctorial team over the fate of tea stalls at TSC – some of which are decades old – a group of students allegedly interrupted, labelling the stalls as "unregistered", sites of "anti-social activities" and criticised female students for smoking there, at least five DU students involved with the incident confirmed. Following the disruption, the proctorial team issued a notice banning the stalls, which reopened weeks later.

A similar incident occurred at Madhur Canteen in late August when students misbehaved with manager Arun Kumar Dey, setting arbitrary prices.

Proctor Saifuddin said only the proctorial team, Ansars, BNCC, and Rover Scouts are authorised to conduct searches and manage traffic.

When asked about footage showing students in plain clothes policing alongside DU employees, he said, "Mobile team members can't always tell students to leave. It's sensitive."

He said a memorandum has been signed with Green Future, who will train students for cleanliness and traffic.

He also said there are concerns about threats of activities by the banned BCL, prompting some students to conduct personal search initiatives. "We don't support arbitrary searches or assaults. I've warned accused students and will probe all complaints," he added.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বর্তমান

পরিবেশ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Analysis of Environmental Sustainable Development and Management in China and Bangladesh' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা সোমবার অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয়। চীনের টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Tongji University) অধ্যাপক ড. লি ফেংটিং (Prof. Dr. Li Fengting) এই বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন (Mr. Yao Wen) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, নদী ব্যবস্থাপনা, এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পরিবেশ বিষয়ে ঢাকা

বায়ু দূষণসহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চায়। এক্ষেত্রে আমরা চীনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই। বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে একটি ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেওয়ায় উপাচার্য চীনা রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রীহল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও পরিবেশের উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর উদ্যোগে এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠান সোমবার অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয় -বর্তমান

জনকণ্ঠ

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন -পিআইডি

আজকালের খবর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ আয়োজিত 'অ্যানালাইসিস অব এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন -পিআইডি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

07 January 2025

ভোরের কাগজ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ আয়োজিত 'এনালাইসিস অব এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –ভোরের কাগজ

পরিবেশ উপদেষ্টা
বায়ুদূষণ দূর করতে চীনের সাহায্য চাই

কাগজ প্রতিবেদক : বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে চীনের সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। পাশাপাশি বেইজিংয়ের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য চীনকে আহ্বান জানান তিনি।

'অ্যানালাইসিস অব এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি। গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই সেমিনারের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লি ফেংটিং। এছাড়া সেমিনারে বক্তব্য রাখেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. শামসাদ মর্তুজা।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, চীনের এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ থেকে বাংলাদেশ অনেক কিছু শিখতে পারে। পরিবেশ উপদেষ্টা অভিন্ন নদীগুলোর তথ্য বিনিময়ের ওপর জোর দেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে চীনের পরিকল্পনাগুলো জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সত্যিকারের টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রকৃতিকে জয় করার প্রতিযোগিতা নয়, বরং উন্নয়নের ধারা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। দূষণকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। চামড়া শিল্পের জন্য নদী ধ্বংস কিংবা পাহাড় কাটার মতো কাজ মেনে নেয়া হবে না। প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম অনুসরণ করে হতে হবে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে পরিচালনা করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানান পরিবেশ উপদেষ্টা।

The Daily Citizen Times

Environment Adviser seeks Chinese cooperation in air quality management

Staff Correspondent

Bangladesh and China can collaborate effectively in air quality management and sustainable development by learning from each other's policies, innovations, and community-driven approaches, Environment Adviser Syeda Rizwana Hasan has said.

She made these remarks at a seminar titled "Analysis of Environmental Sustainable Development and Management in China and, Bangladesh" organised by the Center for China Studies, University of Dhaka, at the university. She also underscored the importance of sharing comprehensive information on common rivers and fostering stronger people-to-people connections to achieve mutual goals.

"We must remain honest in our sustainable development efforts. We cannot win a race against nature; instead, we need to redesign development patterns and hold polluters accountable. Destroying rivers for the leather industry or flattening hills for unregulated development is unacceptable," she said.

She said technological advancements must respect the fundamental principles of nature.

"We must focus on managing development activities sustainably rather than attempting to manage nature itself," she added.

The Environment Adviser urged Dhaka University authorities to phase out single-use plastics on campus.

Ambassador of China to Bangladesh Yao Wen,Vice Chancellor of Dhaka University Prof. Niaz Ahmed Khan spoke at the event as special guests.

Dr. Li Fengting, Professor at Tongji University and Director of the UNEP-Tongji Environmental Innovation Cooperation Center, presented the keynote paper.

Professor Shamsad Mortuza, Director of the Office of International Affairs, also shared his insights during the seminar.

দৈনিক বাংলা

‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ পেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬২ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল সিনেট ভবনে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’র চেক বিতরণ করেন। ছবি : ঢাবি জনসংযোগ দপ্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল সোমবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোয়ারা বেগম এবং নির্বাহী পরিচালক সাজমিন সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আ[illegible] খান শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সংযোগ স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আকিজ গ্রুপের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত

ঢাবি ১৬২ শিক্ষার্থীর আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি লাভ

আকিজ মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তির চেক বিতরণ করেন ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল সোমবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, ■ ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোয়ারা বেগম এবং নির্বাহী পরিচালক সাজমিন সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমাজের সংযোগ স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আকিজ গ্রুপের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত ঢাবি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’র চেক বিতরণ করেন —ভোরের কাগজ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

07 January 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ পেলেন ঢাবির ১৬২ শিক্ষার্থী

● আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ করেছেন। গতকাল সোমবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মিসেস মনোয়ারা বেগম এবং নির্বাহী পরিচালক সাজমিন সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সংযোগ স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রেও এধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আকিজ গ্রুপের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেয়া হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

07 January 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদে সোমবার পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে কলা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও শিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই উৎসব আয়োজন করায় অনুষদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এধরনের উৎসব সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং সকলের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখতে পিঠা উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খবরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে পিঠা উৎসব

■ ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে সোমবার পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে কলা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও শিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই উৎসব আয়োজন করায় অনুষদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'এ ধরনের উৎসব সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং সবার মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে পিঠা উৎসবউদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান -যাযাদি

দৈনিক আমাদের বার্তা

ঢাবি কলা অনুষদে পিঠা উৎসব

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কলা অনুষদে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে কলা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও শিক্ষকেরা অংশ নেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই উৎসব আয়োজন করায় অনুষদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।